নিরুপমা দেবীর

অন্নপূর্ণার মন্দির

6-8-54

চিত্র মন্দিরের প্রথম নিবেদন

নিরুপমা দেবীর সামাজিক উপন্যাস

"অন্নপূর্ণার মন্দির"

প্রযোজনা—**নরেশ মিত্র ও গোবিন্দ রায়**

চিত্র শিল্পী - বিশু চক্রবর্তী : সহকারী—কে, এ, রেজা, নির্মল মল্লিক

শব্দ-যন্ত্রী—জে, ডি, ইরানী : সহকারী—সন্তু বোস

শিল্প-নির্দেশক—সুনীল সরকার : সহকারী—রবীন দত্ত

সম্পাদক—রবীন দাস : সহকারী—অনিল সরকার

সহকারী পরিচালক—

বিশু দাশগুপ্ত, অশোক সর্বাধিকারী, দিলীপ দে চৌধুরী ও সতীন্দ্র চন্দ্র রায়

ব্যবস্থাপনা—গান্ধী বোস : সহকারী—জগদীশ মণ্ডল, যতীন মুখার্জি

রূপ-সজ্জা—শৈলেন গাঙ্গুলী : সহকারী—গৌর দাস, গনেশ মণ্ডল

আলোক সম্পাত—মণ্টু সিংহ, অনিল দত্ত, দেবেন দাস, সুখরঞ্জন দত্ত

স্থির চিত্র—**ষ্টীল ফটো সার্ভিস্ লিঃ**

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে রীভস ও আর সি এ শব্দ যন্ত্রে গৃহীত

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিঃ এ পরিস্ফুটিত

পরিবেশনা—**কল্পনা মুভিজ লিঃ**

প্রধান চরিত্র ঃ—

নরেশ মিত্র, অমর বসু, গোবিন্দ রায়, উত্তম কুমার, মিহির ভট্টাচার্য,
তুলসী চক্রবর্তী, অনুপ কুমার ও মাষ্টার বাবুয়া
মলিনা দেবী, শোভা সেন, সুচিত্রা সেন, সাবিত্রী চ্যাটার্জি,
মিতা চ্যাটার্জি, নিভাননী ও তারা ভাদুড়ী

পার্শ্ব চরিত্রে ঃ—

খগেন পাঠক, বেচু সিংহ, প্রীতি মজুমদার, শ্রীকণ্ঠ গুপ্ত,
অনিল সর্বাধিকারী, নকুল গঙ্গোপাধ্যায়, কমলা
অধিকারী, মনোরমা, আশাদেবী, কমলা
দেবী, সন্ধ্যা, লীলাবতী প্রভৃতি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

নরেশ মিত্র

কাহিনী

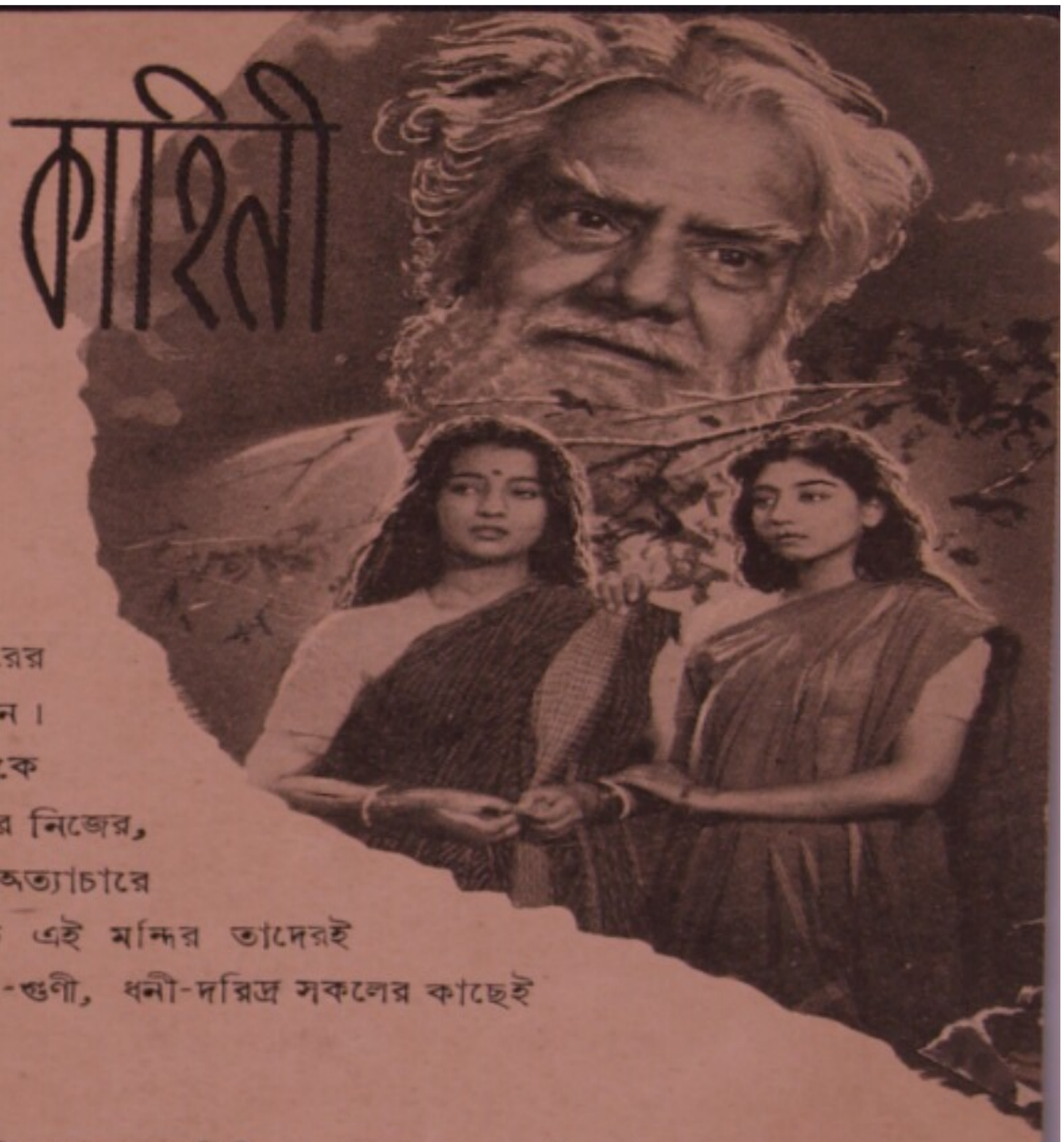

আজ অন্নপূর্ণার মন্দিরের দ্বা রো দ্ঘা ট নে র দিন। ভগবানের রাজ্যে মানুষকে খাওয়াবার ভার ভগবানের নিজের, কিন্তু যে মানুষ মানুষেরই অত্যাচারে অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত এই মন্দির তাদেরই আশ্রয়স্থল। পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী, ধনী-দরিদ্র সকলের কাছেই আজ মন্দির-দ্বার মুক্ত।

মাসীমা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী যখন সাবিত্রীর কোলে তুলে দিলেন তার শিশুকে তখন মন্দিরপ্রাঙ্গন থেকে উঠছে শত কণ্ঠের জয়ধ্বনি "জয় মা অন্নপূর্ণার জয়"!

এই তুমুল জয়ধ্বনির পেছনে যে বিপুল পরাজয়ের বেদনা বিঁধছে মাসীমা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে, পুত্রের চেয়েও আপন বিশু আর তার বৌ সাবিত্রীকে, অন্নপূর্ণার মন্দির প্রতিষ্ঠার অন্তরালে সেই বেদনা থেকেই এ-কাহিনীর জন্ম।

যাকে ঘিরে এই কাহিনী অসামান্য পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে সে এক সামান্য মেয়ে, তার নাম সতী। এই কাহিনীর সূত্রপাতে পৌঁছনর জন্যে ফিরে যেতে হবে বাংলা দেশের অসংখ্য গ্রামের একটি মজুতপুরে।

মজুতপুর গ্রামের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সম্বলের মধ্যে একটি জরাজীর্ণ ভিটে আর কুড়ি টাকা মাইনের একটি চাকরী। বড় ছেলে হরিশঙ্কর বাউণ্ডুলে—গ্রাম্য থিয়েটারে একজন মাতব্বর। একটি নাবালক ছেলে কালীপদ, দুটি মেয়ে সতী আর সাবিত্রী, স্ত্রী জাহ্নবী। তা ছাড়া আর একজন আছেন, যাঁর রসনাকে এ-সংসারে সাপের ছোবলের চেয়েও সবাই ভয় করে বেশি। তিনি সতী-সাবিত্রীর জ্যাঠাইমা।

সেই জ্যাঠাইমা, যাঁর বাক্য যন্ত্রণা দারিদ্র্য যন্ত্রণার চেয়েও বেশি তাঁরই উস্কানীতে একদিন সংসারের প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল সতীকে পাত্রস্থ করার ব্যাপারে। বাড়ী বাঁধা রেখে যেমন করে হোক সতীর বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন রামশঙ্কর।

এবং মনে হোল যেন ভগবানও মুখ তুলে চাইলেন। কারণ রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের চাকরীটি যার অনুগ্রহে সেই বিশ্বেশ্বর মৈত্রর অথবা বিশুর মাসীমা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী যখন সতীর সঙ্গে বিশুর বিয়ের প্রস্তাব করে জাহ্নবীকে ডেকে পাঠালেন তখন রামশঙ্কর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। বিশু ওই গ্রামেরই বর্ধিষ্ণু পরিবারের একমাত্র

উত্তরাধিকারী। বিয়ের কথাটা পাকা হবার ঠিক মুখেই কিন্তু নির্মেঘ আকাশ থেকে যেন বজ্রাঘাত হোল। বিশু এসে জানালো তার পক্ষে বিয়ে করা এখন অসম্ভব, তবে সতীর বিয়ের সমস্ত খরচা দিতে সে রাজি। কিন্তু রামশঙ্কর রাজি হলেন না। তিনি বল্লেন তাঁর কন্যার ভার তিনি কারুর সাহায্য ছাড়াই বইতে পারবেন।

রামশঙ্কর তাঁর কথা রাখলেন। কিন্তু ভিটেটি বাঁধা পড়লো মহাজনের কাছে। নবগ্রামবাসী তিনকড়ি লাহিড়ীর সঙ্গে সতীর নামে মাত্র বিয়ে দেবার কিছুদিনের মধ্যেই রামশঙ্কর সমস্ত পরিবারকে নিরাশ্রয় করে চোখ বুঁজলেন।

শ্রাদ্ধের সময়ও বড় ছেলে হরিশঙ্করকে পাওয়া গেল না। সে তখন সতীর বাল্য সখী কমলার স্বামী চাঁদপুরের জমিদার নরেন ভাদুড়ীর থিয়েটারে মজে গেছে।

রামশঙ্কর যাবার কিছুদিনের মধ্যেই সতীর সিঁথের সিঁদুরটুকুও মুছে গেল।

কোন রকম আয় না থাকায় সংসারের সব তখন আয়ত্তের বাইরে চলে যায় যায়। বিশু সাহায্যের হাত বাড়ায়। অভিমানী সতী প্রত্যাখ্যান করে।

মহাজন উচ্ছেদের পরোয়ানা নিয়ে আসে। দুরাত্মা নরেন ভাদুড়ী টাকার লোভ দেখায় বিধবা সতীকে পাবার বিনিময়ে।

সংসারের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা।
হালভাঙ্গা, পালছেঁড়া কুলহারা নাবিকের
মত সংসার-সমুদ্রে সতী এখন
কি করবে?

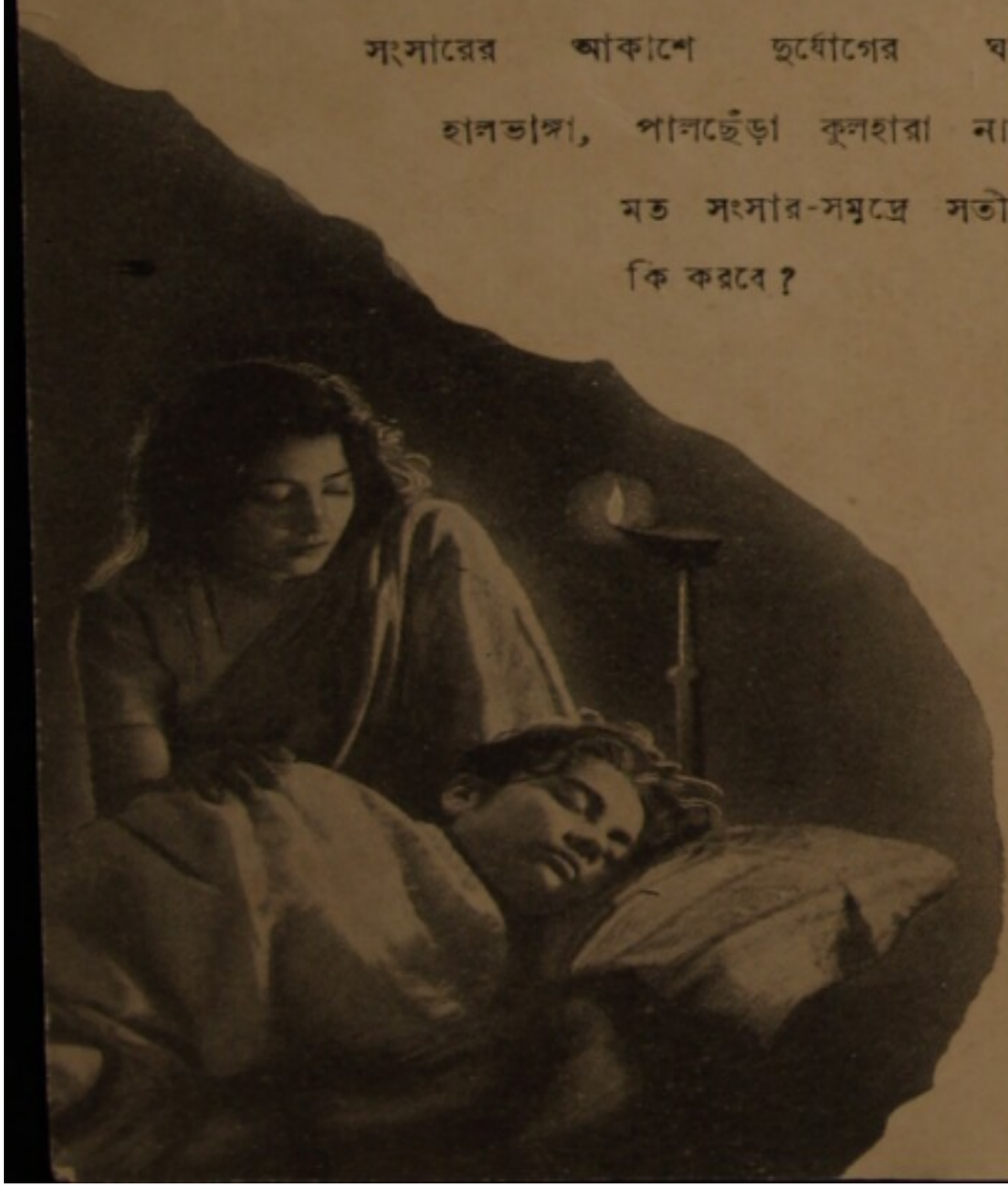

আত্ম সম্মান না আত্ম-বিক্রয় ? বিশু একটি চিঠি পায় —সতীর কাছ থেকে। সতী তার সব কিছু খুলে ধরে সেই চিঠিতে। বিশু দৌড়ে বেরিয়ে পড়ে !—আর বুঝি সময় নেই। সব বুঝি শেষ হয়ে যায়।

সে-চিঠিতে সতী কি জানাতে চায় ? সে চিঠি সতীর জয় না পরাজয়, কিসের খবর নিয়ে আসে ?

★

★ ★

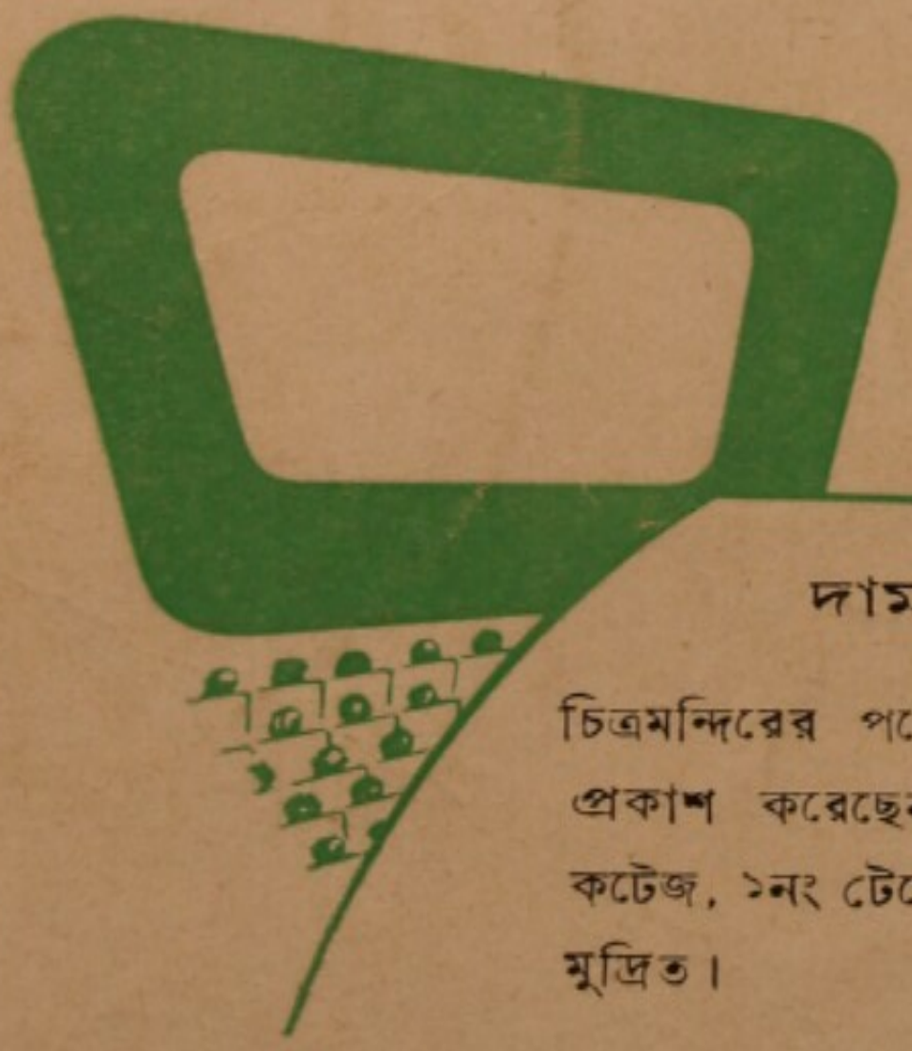

দাম ঃ দু' আনা

চিত্রমন্দিরের পক্ষে শ্রীঅশোক সর্বাধিকারী প্রকাশ করেছেন এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১নং টেগোর ক্যাসেল ষ্ট্রীট, থেকে মুদ্রিত।